কালবেলা
03 AUG 2026

স্থগিত সীমান্ত বাণিজ্য ফের চালুর আহ্বান মিয়ানমারের

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

কালবেলা প্রতিবেদক »

দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালুর আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত চো সো মোয়ে। তিনি বলেন, সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু হলে দুই দেশের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে সীমিত বা অস্থায়ী পরিসরেও এ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

গতকাল রোববার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠকে এ আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পণ্য আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি, সরাসরি নৌপরিবহন যোগাযোগ, এলএনজি আমদানি, পারস্পরিক বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান, আস্থা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক আরও জোরদারে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাণিজ্য, পরিবহন, বিনিয়োগ ও সীমান্ত যোগাযোগ-সংক্রান্ত যেসব বিষয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলো আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হবে।

তিনি বলেন, ভৌগোলিক নৈকট্য ও বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্য আরও বাড়ানো সম্ভব। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও অর্থবহ ও গতিশীল করতে উভয় দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।

মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করা গেলে উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও জনগণ উপকৃত হবেন। এ ছাড়া ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ এবং বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) কার্যক্রম জোরদারের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বৈঠকে কৃষি ও মৎস্যপণ্য, চাল, ওষুধ, হিমায়িত খাদ্যসহ সম্ভাবনাময় বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ নিয়েও মতবিনিময় হয়। এ সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টিও আলোচনায় আসে। রাষ্ট্রদূত জানান, প্রত্যাবাসনের জন্য প্রাপ্ত তালিকার যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকূলে এলে প্রত্যাবাসন কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টিও আলোচনায় আসে

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাণিজ্যমন্ত্রী দ্রুত প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে কার্যকর ও দৃশ্যমান অগ্রগতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে উভয় পক্ষ নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা ও যৌথ কমিটির বৈঠক আয়োজনের বিষয়ে একমত হয়। বাংলাদেশে পরবর্তী যৌথ বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সরাসরি নৌ ও শিপিং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং এ-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। উভয় পক্ষের মতে, সরাসরি নৌযোগাযোগ চালু হলে পরিবহন ব্যয় ও সময় কমবে, পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আতাউর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার এবং মিয়ানমার দূতাবাসের কাউন্সিলর মিয়াত লুইন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা।

বণিক বার্তা
03 AUG 2026

বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

সীমান্ত বাণিজ্য ফের চালুর প্রস্তাব মিয়ানমারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মিয়ানমার। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াও সোয়ে মোয়ের বৈঠকে এ আগ্রহের কথা জানানো হয়।

গতকাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানি বৃদ্ধি, নৌ-পরিবহন যোগাযোগ জোরদার, এলএনজি আমদানি এবং পারস্পরিক বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়েও মতবিনিময় হয়।

আলোচনাকালে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান, আস্থা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাণিজ্য, পরিবহন, বিনিয়োগ ও সীমান্ত যোগাযোগসংক্রান্ত যেসব বিষয় অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলো আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হবে।'

ভৌগোলিক নৈকট্য ও বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরো বাড়ানো সম্ভব মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো গতিশীল করা হবে।'

মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কিয়াও সোয়ে মোয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করা গেলে উভয় দেশের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে সীমিত পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।'

বৈঠকে কৃষিপণ্য, মৎস্যপণ্য, চাল, ওষুধ ও হিমায়িত খাদ্যসহ সম্ভাবনাময় বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্য বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ ও বিজনেস-টু-বিজনেস (বিটুবি) কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

এ সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত জানান, প্রত্যাবাসনের জন্য পাওয়া তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে এলে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং দৃশ্যমান অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এতে উভয় পক্ষ নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা ও যৌথ কমিটির বৈঠক আয়োজনের বিষয়ে একমত হয়।

পাশাপাশি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং এ-সংক্রান্ত চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আতাউর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) আয়েশা আক্তার ও মিয়ানমার দূতাবাসের কাউন্সেলর মিয়াত লুইন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Financial Express
03 AUG 2026

Circular economy vital for green export growth

FE REPORT

Bangladesh must accelerate the transition to a circular economy to turn plastic waste into valuable industrial resources, unlock billions of dollars in export opportunities and meet increasingly stringent global sustainability standards, speakers said at a policy dialogue on Sunday.

The observations were made at the fifth meeting of the Sustainability and Green Growth Working Committee (SGGWC), jointly organised by Business Initiative Leading Development (BUILD) and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) at the ministry.

The meeting, chaired by Secretary in Charge Dr Fahmida Khanam, brought together senior government officials, industry representatives and development partners to discuss policy challenges and strategic pathways for developing a circular plastic-to-textile economy.

Dr Khanam said the ministry had been mandated to implement the circular economy as part of Bangladesh's commitments under international environmental agreements.

She noted that compliance with the European Union's circularity requirements had become increasingly important, while the present government's election manifesto also prioritised green business.

She urged stronger collaboration between the government and the private sector to accelerate sustainable industrial development and thanked BUILD for bringing forward what she described as a national priority.

Md Rezaul Karim, Joint Secretary at the ministry, said implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) would begin soon.

He added that the ministry could formally approach the Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) to develop standards for recycled polyethylene terephthalate (rPET).

On biodegradable plastics, officials said BSTI was currently unable to establish standards because such products had not yet been included under mandatory standardisation requirements.

Dr Khanam, however, argued that Bangladesh should instead promote compostable plastics, warning that biodegradable plastics could generate additional microplastic pollution.

She noted that the Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) was conducting research into suitable alternatives.

BUILD Chief Executive Officer Ferdaus Ara Begum presented a policy paper highlighting both the challenges and opportunities in Bangladesh's plastic-to-textile recycling sector.

Policy dialogue urges faster plastic recycling reforms to unlock billions in exports

According to the study, Bangladesh generates more than 821,000 metric tonnes of plastic waste annually, but only 36 per cent is recycled, with much of the value chain remaining informal and underfinanced.

The report estimated that formalising and expanding plastic-to-textile recycling could generate an additional US$4.0-5.0 billion in garment exports, reduce dependence on imported man-made fibres and help Bangladesh comply with the European Union Green Deal and Extended Producer Responsibility regulations.

The study recommended adopting a National Circular Economy Policy, establishing a Circular Economy Council with representation from all relevant stakeholders, introducing policies on waste collection, standards and traceability, and requiring ISO 15270 pre-shipment certification for imported PET scrap.

S H M Mustafiz, Director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), stressed the need for an organised waste collection system with designated collection points and transparent pricing mechanisms.

He said mandatory trade licences for waste collectors would help formalise the sector and ensure a reliable supply of recyclable materials for the emerging recycling industry.

He also called for a blended financing model and greater foreign direct investment, saying this would require a more regulated waste management system.

Shamim Banu Santai, Deputy Secretary at the Ministry of Finance, underscored the need to prohibit harmful waste, while Shah Mujahid Uddin, Director of the Water Resources Planning Organisation (WARPO), emphasised safe water management in industrial operations.

The Head of Sustainability at Urmi Group said Geo Cycle Bangladesh, in partnership with LafargeHolcim, was already co-processing industrial sludge but noted that waste collection costs remained high.

She said support from development partners could help reduce costs and promote eco-industrial models for solid waste management.

Asad un-Noor, National Project Coordinator at UNIDO, said the Green Transformation Fund primarily supports large industries rather than small and micro enterprises.

Farzana Shirmin, Joint Secretary of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said several government agencies were independently pursuing responsible business initiatives, underscoring the need for stronger coordination among ministries.

Additional Secretary Navid Shafiullah of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change proposed appointing focal points in every ministry and organisation to ensure continuity and improve inter-agency coordination in implementing sustainability initiatives.

bdsmile@gmail.com

The Financial Express
03 AUG 2026

Can BB's prefinance scheme make leather competitive?

The Tk20-billion prefinance scheme of the Bangladesh Bank will help the leather sector only if cheap credit goes hand in hand with environmental compliance, modern technology and the conversion of locally available hides into high-value products

writes
Syed Fattahul Alim

The Bangladesh Bank (BB) has launched a Tk 20 billion pre-finance scheme to develop the country's leather and leather goods industry. Created from the central bank's own resources, the fund will remain in operation for three years on a revolving basis. Banks will receive BB funds at 4.0 per cent interest and lend those to eligible enterprises at a maximum rate of 7.0 per cent. It may finance new or expanded tanneries and leather goods factories, machinery, cold storage for hides and Effluent Treatment Plants (ETPs), Sewage Treatment Plants (STPs), dumping yards and solid-waste management systems. Loans will also cover modernisation and the cost of obtaining Leather Working Group (LWG) certification. It also promises employment. With costly bank credit stifling investment, the initiative is no doubt a welcome one. But will the availability of cheaper money by itself turn this old yet underperforming industry into a vibrant export sector?

Leather is not a new entrant to the country's industry. The first tannery emerged in Narayanganj in the 1940s before Hazaribagh became the tanning centre for half a century. Bangladesh also has a natural advantage many competitors lack: a large domestic supply of bovine as well as goat and sheep hides from its livestock sector. A recent policy study says the country produces more than 180 million square feet of raw hides and skins annually. Much is collected during Eid-ul-Azha. Yet bumper supply has often proved anything but a blessing for seasonal traders and small collectors. Inadequate preservation, scarcity of salt, unscientific flaying, rough transportation and manipulation by middlemen cause hides to lose value or rot. As the proverbial cup and lip may have many a slip, so does the journey from the slaughtering point to the tannery. The first task, therefore, is to preserve the quality and value of this locally available raw material.

Despite the advantages, leather has failed to grow like the Readymade Garment (RMG) industry. It earns around US$1.0 billion annually, a small fraction of merchandise exports, while garments continue to account for more than four-fifths of the export basket. Global demand for footwear, bags, belts, wallets and other leather goods is not lacking. On the contrary, Bangladesh has remained stuck in the lower rungs of the value chain, selling raw, wet-blue or crust leather at low prices while countries with better finishing, design and compliance facilities convert similar material into expensive branded products. The country produces the raw material, but others pocket the larger share of its value.

The apparel industry received decades of policy continuity, bonded-warehouse facilities, export incentives, skilled workers and close links with international buyers. Leather has for years on end been promised roadmaps, targets and industrial estates, but their implementation has repeatedly fallen short.

The most glaring example is the Savar Tannery Industrial Estate. Relocating tanneries from Hazaribagh was to end Buriganga pollution and make the industry environmentally compliant. But Savar's Central Effluent Treatment Plant (CETP) and waste-disposal facilities have never

demand from solar power within two years.

However, how can an individual small or medium unit meet global standards on its own premises when the common CETP and the estate's central infrastructure remain deficient? Private borrowing cannot repair a public failure.

But will the intended small and medium enterprises (SMEs) actually access the fund? All scheduled banks may participate, but they traditionally prefer established borrowers with collateral, audited accounts and environmental clearances. Many small leather goods makers, component producers, hide collectors and ancillary businesses operate informally and possess few of those credentials. The scheme's loan ceilings-up to Tk 30 crore for a new leather-processing facility, Tk 20 crore for a new leather-goods factory and Tk 10 crore for modernising an existing unit-are generous. Even so, unless the application process is simple and transparent, larger and better-connected businesses may make the smaller ones hard to access the fund while the truly credit-starved enterprises remain outside. In this connection, the BB should publish disbursement data by enterprise size, location, gender of ownership and purpose of loan. Participating banks should also be evaluated not merely by how much money they disburse, but by how many viable SMEs they help become

materials must be encouraged to reduce lead time and import costs. Universities and technical institutes should work with the industry on leather engineering, cleaner production and fashion development. Occupational health, fair wages and safe working conditions cannot be sacrificed in the name of competitiveness. Most importantly, the government has to make the Savar CETP fully functional and create common testing, certification and design facilities that SMEs cannot afford individually. Export promotion missions should then connect compliant manufacturers with established brands and buyers in Europe, North America and East Asia.

So, how far can this Tk 20 billion scheme take the leather industry? It can remove a major barrier-expensive and inadequate finance-and encourage investment in technology, preservation and environmental facilities. Its focus on domestic hides may also help seasonal traders receive better prices and reduce waste. But cheap credit is a means, not an industrial strategy. If the common infrastructure remains faulty, certification elusive, skills outdated and market links weak, concessional loans may add fresh liabilities to the balance sheets of struggling enterprises. The fund should, therefore, be implemented as part of a time-bound leather-sector action plan with

leather goods factories, machinery, cold storage for hides and Effluent Treatment Plants (ETPs), Sewage Treatment Plants (STPs), dumping yards and solid-waste management systems. Loans will also cover modernisation and the cost of obtaining Leather Working Group (LWG) certification. It also promises employment. With costly bank credit stifling investment, the initiative is no doubt a welcome one. But will the availability of cheaper money by itself turn this old yet underperforming industry into a vibrant export sector?

Leather is not a new entrant to the country's industry. The first tannery emerged in Narayanganj in the 1940s before Hazaribagh became the tanning centre for half a century. Bangladesh also has a natural advantage many competitors lack: a large domestic supply of bovine as well as goat and sheep hides from its livestock sector. A recent policy study says the country produces more than 180 million square feet of raw hides and skins annually. Much is collected during Eid-ul-Azha. Yet bumper supply has often proved anything but a blessing for seasonal traders and small collectors. Inadequate preservation, scarcity of salt, unscientific flaying, rough transportation and manipulation by middlemen cause hides to lose value or rot. As the proverbial cup and lip may have many a slip, so does the journey from the slaughtering point to the tannery. The first task, therefore, is to preserve the quality and value of this locally available raw material.

Despite the advantages, leather has failed to grow like the Readymade Garment (RMG) industry. It earns around US$1.0 billion annually, a small fraction of merchandise exports, while garments continue to account for more than four-fifths of the export basket. Global demand for footwear, bags, belts, wallets and other leather goods is not lacking. On the contrary, Bangladesh has remained stuck in the lower rungs of the value chain, selling raw, wet-blue or crust leather at low prices while countries with better finishing, design and compliance facilities convert similar material into expensive branded products. The country produces the raw material, but others pocket the larger share of its value.

The apparel industry received decades of policy continuity, bonded-warehouse facilities, export incentives, skilled workers and close links with international buyers. Leather has for years on end been promised roadmaps, targets and industrial estates, but their implementation has repeatedly fallen short.

The most glaring example is the Savar Tannery Industrial Estate. Relocating tanneries from Hazaribagh was to end Buriganga pollution and make the industry environmentally compliant. But Savar's Central Effluent Treatment Plant (CETP) and waste-disposal facilities have never met the required standard. Pollution was shifted from one river to another and most local tanneries remained unable to obtain Leather Working Group (LWG) certification, the passport to premium international markets. Without it, buyers either avoid Bangladeshi leather or offer lower prices. The fund rightly makes ETPs, clean technology, solid-waste management and certification eligible for finance. It also requires leather processors to secure LWG certification and meet at least 10 per cent of their electricity

writes

Syed Fattahul Alim

demand from solar power within two years.

However, how can an individual small or medium unit meet global standards on its own premises when the common CETP and the estate's central infrastructure remain deficient? Private borrowing cannot repair a public failure.

But will the intended small and medium enterprises (SMEs) actually access the fund? All scheduled banks may participate, but they traditionally prefer established borrowers with collateral, audited accounts and environmental clearances. Many small leather goods makers, component producers, hide collectors and ancillary businesses operate informally and possess few of those credentials. The scheme's loan ceilings-up to Tk 30 crore for a new leather-processing facility, Tk 20 crore for a new leather-goods factory and Tk 10 crore for modernising an existing unit-are generous. Even so, unless the application process is simple and transparent, larger and better-connected businesses may make the smaller ones hard to access the fund while the truly credit-starved enterprises remain outside. In this connection, the BB should publish disbursement data by enterprise size, location, gender of ownership and purpose of loan. Participating banks should also be evaluated not merely by how much money they disburse, but by how many viable SMEs they help become compliant exporters.

The credit should support an integrated plan for the entire value chain. Cold storage and collection centres are needed in rawhide-producing districts. A scientific grading system and transparent auction mechanism would protect small traders and tanners from artificial price manipulation. Workers require training in flaying, preservation, tanning, cutting, finishing and modern product design. Domestic production of chemicals, moulds, accessories and packaging materials must be encouraged to reduce lead time and import costs. Universities and technical institutes should work with the industry on leather engineering, cleaner production and fashion development. Occupational health, fair wages and safe working conditions cannot be sacrificed in the name of competitiveness. Most importantly, the government has to make the Savar CETP fully functional and create common testing, certification and design facilities that SMEs cannot afford individually. Export promotion missions should then connect compliant manufacturers with established brands and buyers in Europe, North America and East Asia.

So, how far can this Tk 20 billion scheme take the leather industry? It can remove a major barrier-expensive and inadequate finance-and encourage investment in technology, preservation and environmental facilities. Its focus on domestic hides may also help seasonal traders receive better prices and reduce waste. But cheap credit is a means, not an industrial strategy. If the common infrastructure remains faulty, certification elusive, skills outdated and market links weak, concessional loans may add fresh liabilities to the balance sheets of struggling enterprises. The fund should, therefore, be implemented as part of a time-bound leather-sector action plan with measurable targets for LWG certification, value addition, SME participation, employment and export growth. That is the challenge before policymakers. Tk The Tk20-billion pre-finance scheme of the Bangladesh Bank will help the leather sector only if cheap credit goes hand in hand with environmental compliance, modern technology and the conversion of locally available hides into high-value products.

sfalim.ds@gmail.com